ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধারণাপত্র

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস- ১২ জুন ২০২৬

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শিশুশ্রমকে লাল কার্ড

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য নীতিগত অঙ্গীকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি থাকা স্বত্ত্বেও শিশুশ্রম এখনও একটি গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই রয়ে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৭.৮ লাখ শিশু শ্রমে নিয়োজিত, যার মধ্যে ১০ লাখেরও অধিক শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত রয়েছে[১]। বাংলাদেশে শিশুশ্রম মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বেশি কেন্দ্রীভূত, যেখানে কর্মরত শিশুরা সংশ্লিষ্ট আইন/ নিয়ম-নীতির বাইরেই থেকে যায়। অপ্রাতিষ্ঠানিক এই খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাস্তায় পণ্য ফেরি, কারখানায় শ্রমিকের কাজ এবং বিশেষভাবে বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ[২]।

শিশুশ্রম একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এজন্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শিশু শ্রমিকদের দুর্দশা এবং তাদের প্রাপ্য সুরক্ষার বিষয়টি সকল অংশীজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ২০০২ সালে 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' প্রবর্তন করে, যা প্রতি বছর ১২ জুন পালন করা হয়। দিবসটির ২০২৬ সালের প্রতিপাদ্য হলো: "শিশুশ্রমকে লাল কার্ড দেখাই: শিশুর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করি, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান গড়ি"। এই প্রতিপাদ্যে মূলত শিশুশ্রম প্রতিরোধে শক্তিশালী আইন ও নীতি প্রণয়ন এবং কঠোর প্রয়োগ, শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া, উন্নত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যদিও নীতিগত পর্যায়ে কিছু অগ্রগতি হয়েছে, তবুও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে এখনও শিশুশ্রমের ব্যবহার প্রমাণ করে যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের আধিপত্য, দারিদ্র্য ও সুশাসনের ঘাটতি দূর করতে কাঠামোগত সংস্কার এখন অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশ এখনও বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কাজগুলোর জন্য মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সীমিত সক্ষমতা ও অবকাঠামোগত ঘাটতির কারণে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বড় ভূমিকা রাখছে, ফলে হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের এই খাতে ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। এই খাতে শিশুরা সাধারণত ডাম্পসাইট ও রাস্তাঘাট থেকে বর্জ্য সংগ্রহ[৩]; অপ্রাতিষ্ঠানিক কারখানায় প্লাষ্টিক, কাগজ ও টেক্সটাইল বর্জ্য (ঝুট) পৃথকীকরণ; এবং ই-বর্জ্য ও মেডিকেল বর্জ্যের মতো ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উপাদান বাছাইয়ের কাজে নিয়োজিত থাকে। কোনো প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম বা সুরক্ষা ছাড়াই এসব কাজ করায় শিশুরা বিষাক্ত পদার্থ, ধারালো বস্তু এবং নানা রোগব্যাধির ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। কার্যকর নজরদারির অভাবে গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহের কাজে শিশুদের দেখা যায়, যা সাধারণত বেসরকারি ও স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে যাদের যৌথভাবে *প্রাইমারি কালেকশন সার্ভিস প্রভাইডার (পিসিএসপি)* বলা হয়। এই পিসিএসপিগুলো কয়েক দশক ধরে এই কাজ করলেও, তাদের নিয়ন্ত্রণ-কাঠামো দুর্বল ও বিকাশমান এবং একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের কাজ এখনও চলমান রয়েছে। আগে প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক পিসিএসপি কাজ করত, তবে বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনগুলো প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে পিসিএসপিকে নিবন্ধন ও টেন্ডার দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করেছে। নিবন্ধনের শর্তাবলীতে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হলেও এ বিষয়ে কোনো নজরদারির ব্যবস্থা সিটি কর্পোরেশনের নেই। পিসিএসপি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় একটি শক্তিশালী দুর্নীতির সিন্ডিকেট বিদ্যমান[৪], যেখানে প্রায়ই ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী ওয়ার্ড কাউন্সিলররা কাজ বরাদ্দ পেয়ে থাকেন। ফলস্বরুপ, গৃহস্থালী

---

[১] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). *National Child Labour Survey (NCLS) 2022*
[২] The Daily Star, 6 August 2025, *Childhood buried in Trash*
[৩] প্রথম আলো, ১১ মে ২০২৫, *সকালে স্কুল নয়, ময়লা টানতে বের হয় এই শিশুরা*
[৪] প্রথম আলো, ২৭ মার্চ ২০২৩, *ময়লার কাজ পেতে মরিয়া কাউন্সিলররা*

বর্জ্য সংগ্রহে শিশুশ্রম ব্যবহারকারী পিসিএসপিগুলোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া আরও জটিল হয়ে পড়ে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে নিবন্ধনবিহীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে। একইভাবে, টেক্সটাইল[৫], প্লাস্টিক ও ই-বর্জ্যের পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা অস্বচ্ছ ও দুর্বলভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে শ্রম অধিকার ও কর্মপরিবেশসহ শ্রমপরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা কঠিন।

২০১৩ সালের একটি সরকারি আদেশে চিহ্নিত শিশুশ্রমের ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ ধরণ *শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫)* অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ২০২২ সালে এ তালিকায় বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনাসহ নতুন পাঁচটি খাত যুক্ত করা হয়[৬], যা এই খাতে শিশুশ্রম নিরসনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, কারণ এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই খাতটিকে ঝুঁকিপূর্ণ এবং শিশুদের জন্য অনুপযোগী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে, সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজসহ সকল অংশীজনদের সম্পৃক্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও, তা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন না করায় এ খাতে শিশুশ্রম দ্রুত হারে বাড়ছে[৭]। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও সক্ষমতার ঘাটতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাবে শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত নিয়ন্ত্রক সংস্থার মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে নীতি বলবৎকরণের দায়িত্বে থাকা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এদের ব্যর্থতা বা উদাসীনতা 'লাল কার্ড' পাওয়ার যোগ্য এবং তাদের কর্মপদ্ধতি পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে।

এই প্রেক্ষাপটে, টিআইবি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ তুলে ধরছে-

১. শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা দ্রুত হালনাগাদ করতে হবে, যেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে শিশুশ্রম নিরসনের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে; পাশাপাশি এ খাতের শিশু শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মূল্যায়ন সাপেক্ষে বিকল্প কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে;

২. শিশুশ্রম সম্পূর্ণ নিরসন হওয়ার পূর্বে-

২.১. ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়া শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কৌশল নির্ধারণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে শিশুশ্রমের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে হবে;

২.২. বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণকে শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় যুক্ত করতে হবে; এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম তদারকির জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়াতে হবে;

২.৩. বর্জ্য সংগ্রহে শিশুশ্রমের বিষয়টি নজরদারির জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে ক্ষমতায়ন ও ওয়ার্ড-ভিত্তিক তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে; এবং শিশু শ্রমের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং পিসিএসপির জন্য সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে;

২.৪. শিশুশ্রম নিরসন সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা লঙ্ঘনের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান যুক্ত করে পিসিএসপি নিবন্ধনের শর্তাবলী আরও বিস্তৃত করতে হবে;

---

[৫] Center for Child Rights and Business (2024). *Child Rights and Informal Textile Waste Recycling in Bangladesh*. UNICEF

[৬] Hoque, M. M. (2024). A Critical Review of Bangladesh's Child Labor Regulations and Policies. *World Development Sustainability, 5*, 100177. https://doi.org/10.1016/j.wds.2024.100177

[৭] দৈনিক ইত্তেফাক, ০৬ অক্টোবর ২০২৫, *শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সঠিক গতিতে নেই বাংলাদেশ*

২.৫. যেকোনো নাগরিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী যাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে শিশুশ্রমের যেকোনো ঘটনা সরাসরি জানাতে পারেন তার জন্য আলাদা একটি হটলাইন চালু করতে হবে;

২.৬. সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন এবং ল্যান্ডফিল/ ডাম্পিং সাইটের মতো বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূলকেন্দ্রগুলো নজরদারির জন্য বিশেষায়িত *শিশুশ্রম পর্যবেক্ষণ ইউনিট* গঠন করতে হবে;

২.৭. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতের জন্য শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত নির্দেশিকা তৈরিতে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান *শিশুশ্রম পর্যবেক্ষণ ইউনিট* এবং *জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদকে* সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে;

৩. নিবন্ধন, লাইসেন্স এবং সমবায়ের মাধ্যমে অপ্রাতিষ্ঠানিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মূলধারায় একীভূত করতে হবে; এবং আসন্ন উৎপাদকের সম্প্রসারিত দায়িত্ব (ইপিআর) কাঠামোতে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে, প্লাস্টিক ও ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধনের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম নিরসনমূলক শর্ত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৪. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে মর্যাদাপূর্ণ কর্মক্ষেত্র ও শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিশুশ্রম নির্মূলে শ্রম আইন, ২০০৬ প্রয়োগ করতে হবে; এবং

৫. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে শিশুশ্রম সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার লক্ষ্যে জনগণকে সচেতন করতে ব্যাপকভাবে প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।